## পঞ্চতন্ত্র

সংস্কৃত গল্প-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র'। 'ছাত্রসংসদি লব্ধকীর্তিঃ' বিষ্ণুশর্মা দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির তিন জড়ধীসম্পন্ন পুত্রগণের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গল্পগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত। মূল গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে বহু ছোটো ছোটো গল্পের সন্নিবেশ এবং প্রতিটি গল্পের শেষে শ্লোকাকারে নীতিবাক্য অতি হৃদয়গ্রাহী।

মূল পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র হল—'মিত্রভেদ', 'মিত্রপ্রাপ্তি', 'কাকোলূকীয়', 'লব্ধপ্রণাশ' এবং অপরীক্ষিতকারক'। বলা হয় যে **'মিত্রভেদমিত্রপ্রাপ্তিকাকোলূকীয়লব্ধপ্রণাশাপরীক্ষিতকারকানি চেতি পঞ্চতন্ত্রানি।'** গ্রন্থারম্ভে রচনাকার নিজেই বলেছেন **'সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেনম্। তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্।।'**

**(১) মিত্রভেদ (বন্ধুবিচ্ছেদ) ঃ** পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তন্ত্র হল মিত্রভেদ। এই তন্ত্রে বাইশটি মনোজ্ঞ গল্প সংকলিত হয়েছে। দমনক ও করটক নামে দুই শৃগাল, পিঙ্গালক নামে এক সিংহ এবং সঞ্জীবক নামে এক বৃষভ এই তন্ত্রটির প্রধান চরিত্র। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞানদান করা হয়েছে।

**(২) মিত্রপ্রাপ্তি (বন্ধুপ্রাপ্তি) ঃ** ছয়টি গল্পের সমাহারে পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় তন্ত্র মিত্রপ্রাপ্তি। এখানে মূলকাহিনির সঙ্গে ঘটনাক্রমে পাঁচটি গল্প সংযুক্ত হয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনে চলার পথে নানা উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

**(৩) কাকোলূকীয় (চিরশত্রুতা) ঃ** চারটি গল্প নিয়ে কাকোলূকীয় নামক তৃতীয় তন্ত্রটি সমৃদ্ধ। এই তন্ত্রে সন্ধি প্রভৃতি ষড়্‌গুণের আলোচনা করা হয়েছে। সন্ধি-বিগ্রহ অবলম্বনে এই তন্ত্রটি রচিত এবং এই তন্ত্রটি সেইজন্য 'সন্ধি-বিগ্রহ' নামে পরিচিত। অবস্থানানুসারে ষাড়্‌গুণ্যের যে-কোনো একটিকে আশ্রয় করার বার্তাই চারটি ছোটো গল্পের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

**(৪) লব্ধপ্রণাশ (পেয়ে হারানো) ঃ** পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ তন্ত্রটি হল লব্ধপ্রণাশ। ষোলোটি গল্পের সমন্বয়ে এই তন্ত্রটি সমন্বিত। নীতিবিদ্যা এবং অর্থশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষাদানই এই তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

**(৫) অপরীক্ষিতকারক (হঠকারিতা) ঃ** পনেরোটি গল্পের সমন্বয়ে পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চম তন্ত্রে এই অপরীক্ষিতকারক নামক তন্ত্রটি সমন্বিত। এটি পঞ্চতন্ত্রের শেষ তন্ত্র। বাস্তব জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান এই তন্ত্রে দান করা হয়েছে। এই তন্ত্রে গল্পগুলি পৃথকভাবে সজ্জিত।

কল্পনার মৌলিকতা বর্ণনার সরসতা এবং চরিত্রগুলির সজীবতা হেতু পঞ্চতন্ত্র রমণীয়। শুধুমাত্র ন্যায়নীতি প্রভৃতি ধর্মের আদর্শ প্রচার ছাড়াও এখানে পশু-পক্ষীর রূপকে মানুষের মহত্ব, ভণ্ডামি, শঠতা, হৃদয়হীনতা প্রভৃতি গুণাগুণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বাইবেলের পর 'পঞ্চতন্ত্র' গল্পগ্রন্থটি পৃথিবীতে বহুল প্রচারিত গল্পগ্রন্থ। জোহানস হার্টল-এর গবেষণার তথ্যানুযায়ী সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাইরে জাভা থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত পঞ্চাশটির অধিক ভাষায় এই পঞ্চতন্ত্রের প্রায় দুশতকেরও অধিক সংস্করণে সম্পাদিত হয়েছে এবং তার মধ্যে তিন চতুর্থাংশ অভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত। পঞ্চতন্ত্রের মূল রূপটি এখন লুপ্ত। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্বেতাম্বর জৈন পূর্ণভদ্র পঞ্চতন্ত্রের একটি নতুন সংস্করণের নাম দেন 'পঞ্চাখ্যানক'। এর পূর্বে পঞ্চতন্ত্রের এক প্রাচীন কাশ্মীরীয় সংস্করণ 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থকে ভিত্তি করে জোহানস হার্টল গবেষণা করে বলেছেন যে, মূল গ্রন্থটি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বে রচিত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা বিষ্ণুশর্মাই যদি বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটিল্য, চাণক্য হন, তবে এই সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর অধ্যাপক কীথ (Keith) মনে করেন যে, মূল গ্রন্থটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত।

## হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্রের পরই 'হিতোপদেশ' গল্প-সাহিত্য হিসেবে উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে। পঞ্চতন্ত্রের রচনারীতির আদর্শে 'হিতোপদেশ' নামক গ্রন্থটি নীতিবোধক কথা সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গ্রন্থের শেষে রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের রচয়িতা নারায়ণ শর্মা যিনি রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। গ্রন্থটি পঞ্চতন্ত্রের মতো পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য রচিত হয়েছিল। হিতোপদেশের

Scanned with CamScanner

রচনাকাল সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিগুলির ওপর বিচার করলে দেখা যায় একটি পুঁথিতে এর তারিখ দেওয়া আছে ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ এবং এই গ্রন্থে রবিবারকে বলা হয়েছে 'ভট্টরকবার'। পণ্ডিতদের মতে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এই শব্দটি প্রচলন ছিল না, ফলে গ্রন্থটি ৯০০ খ্রিস্টাব্দের পরে রচিত। নারায়ণ শর্মাকে মাঘের পরবর্তী বলে মনে করা হয়। সুতরাং গ্রন্থটি নবম শতকের পর থেকে চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

হিতোপদেশের ৪৩টি গল্পের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের থেকে ২৫টি গল্প সংগৃহীত এবং অবশিষ্ট ১৮টি কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত। উপরন্তু দেখা যায় হিতোপদেশে বর্ণিত গল্পগুলির আকার ক্রম এবং ঘটনা বিন্যাসও পঞ্চতন্ত্র থেকে পৃথক ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ ছাড়া গ্রন্থকার স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন—**'পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্ প্রস্থানাদাকৃষ্য লিখ্যতে।।'** হিতোপদেশে চারটি অধ্যায় রয়েছে—**'মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহো সন্ধিরেব চ।'** অর্থাৎ সেগুলি হল (১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ এবং (৪) সন্ধি। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনি অধিকাংশই পঞ্চতন্ত্র থেকে গৃহীত। তৃতীয় অধ্যায়টি পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় তন্ত্রের সঙ্গে মিল থাকলেও ঘটনার বিন্যাস, কাহিনির বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। হিতোপদেশের মূলগ্রন্থটি লঘুপতনক নামে এক কাক শতমুখবিবরবাসী হিরন্মক নামে এক মূষিককে কেন্দ্র করে বিচিত্র আখ্যানে পল্লবিত হয়েছে। শিশুশিক্ষার্থীদের কল্পনারাজ্য এক মায়ার আবেশ সৃষ্টি করে এই গ্রন্থের গল্পগুলি। গোদাবরী তীরে এক বিশাল শাল্মলী তরু, মন্দরপর্বতের দুর্দান্ত সিংহ, কল্যাণকটকের ভৈরব নামক ব্যাধ, সমুদ্রতীরে টিটিভদম্পতী, চম্পকবতী অরণ্যানীর মৃগ, কাক, শৃগাল এমন কত ছোটো ছোটো গল্পের রহস্যঘন পরিবেশ শোনামাত্রই শিশুচিত্তে অপূর্ব পুলক জাগে। ফলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে বীরবরোপাখ্যান, মুনিমূষিককথা প্রভৃতি কাহিনি নব সংযোজিত। যাইহোক না কেন হিতোপদেশেরও প্রধান উদ্দেশ্য হল কথাচ্ছলে সরলমতি শিশুদের শিক্ষাদান করা—**'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।।'** আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ব্যতীত যে উপদেশ কার্যকর হয় না, সে বিশ্বাস অবশ্যই তাঁর ছিল। গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকে জীবনের উপযোগী শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

হিতোপদেশের কাহিনিগুলিতে বাস্তব জীবনের সুস্পষ্ট ছবি লক্ষ করা যায়। পঞ্চতন্ত্রের মতো এতেও রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি যেভাবে স্থান পেয়েছে তা বিস্ময়কর। হিতোপদেশ সংকলন গ্রন্থ হলেও রচয়িতার স্বকীয় পাণ্ডিত্য অম্লান রয়েছে। হিতোপদেশ বঙ্গদেশে সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায়। এককথায় বলা যায় যে, হিতোপদেশ ভাষায় সরলতায় ও সাহিত্য সমৃদ্ধির সঙ্গেও মানবিক আবেদনে পৃথিবীতে উজ্জ্বল সম্পদ স্বরূপ।

## 'শুকসপ্ততিকথা

'শুকসপ্ততিকথা' নামক কথাসাহিত্যের রচয়িতা হলেন চিন্তামণিভট্ট। শুকমুখনিঃসৃত ৭০টি কাহিনির সংকলন বলেই গ্রন্থের নাম 'শুকসপ্ততিকথা'। এই কথাসাহিত্যটি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের পরবর্তীকালে রচিত বলে পণ্ডিতদের অনুমান। সাধারণত এই কথাসাহিত্যের দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়—(১) চিন্তমণিভট্ট রচিত বৃহদাকার সংস্করণ এবং (২) পূর্ণভদ্রকৃত জৈন সংস্করণ।

বণিক হরিদত্তের পুত্র মদনবিনোদ মতান্তরে দেবদাস ছিল কুপথগামী মন্দ প্রকৃতির যুবক। হরিদত্ত পুত্রের জন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। জনৈক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে হরিদত্ত একটি শুকসারী উপহার পান। শুকটি ছিল নীতিশাস্ত্রে নিপুণ। শুকের নীতিবচনে মদনবিনোদ বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করে দেশান্তরে বাণিজ্য যাত্রা করেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে অবৈধ প্রেম চরিতার্থ করতে প্রভাবতী প্রতি সন্ধ্যায় তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গৃহত্যাগের উপক্রম করলেই সারী তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে এবং শুক তাকে একটি গল্প শোনায়। গল্পের আকর্ষণে প্রভাবতীর আর গৃহত্যাগ হয় না, সে গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়ত। এইভাবে প্রতি রজনীতেই প্রভাবতী শুকের মুখ থেকে নতুন নতুন গল্প শোনে। এমনি করেই ৭০টি রাতে ৭০টি গল্প শেষ হয়। ইতিমধ্যে মদনবিনোদ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

চিন্তামণিভট্টকৃত 'শুকসপ্ততিকথা' সম্ভবত কোনো একটি প্রাচীন সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। কিন্তু মূল রচনাটি লুপ্ত। কিংবদন্তী অনুসারে শুকের রূপধারী মহাত্মা নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে এই গল্পগুলি বর্ণনা করেছিলেন। অনুমান করা হয় শুকসপ্ততিকথা মূলে গদ্যে রচিত ছিল, পরবর্তীকালে নীতি উপদেশাত্মক শ্লোক যুক্ত হয়। অধিকাংশ গল্পই বিবাহিতা রমণীর অবৈধ প্রণয়কে ভিত্তি করে রচিত। অনুরূপ কৃতকর্মের ফল কে কীভাবে ভোগ করেছিল—তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই প্রতিটি গল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

Scanned with CamScanner

**বেতালপঞ্চবিংশতি ঃ** গল্প-সাহিত্যের অন্যতম অমূল্য সম্পদ হল পঁচিশটি গল্পের সংকলন 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। পঁচিশটি গল্পের চারটি রূপ বা সংস্করণ পাওয়া যায়—

(১) শিবদাস রচিত সংস্করণ, এই সংস্করণে সরল গদ্যের মাঝে মাঝে নীতিমূলক শ্লোকের সন্নিবেশ রয়েছে। (২) জম্ভলদত্ত রচিত সংস্করণ, এই সংস্করণে নীতিমূলক শ্লোক নেই। (৩) বল্লভদাস রচিত সংক্ষিপ্তরূপ এবং (৪) অজ্ঞাতনামা কোনো রচয়িতার গ্রন্থ। তবে শিবদাস রচিত সংস্করণটি অধিক সমাদৃত ও প্রচলিত। ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' (১২২০টি শ্লোকে) ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে (২১৯৫টি শ্লোকে) বেতালপঞ্চবিংশতির গল্পগুলি পদ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অতএব অনুমান করা যায় যে, 'বৃহৎকথা'ই এই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র উৎস। বেতালের গল্পগুলি অতিপ্রাচীন এবং এইগুলি লোকসাহিত্যের (Folk Literature) মৌখিক গল্পের আকারে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবকৃত রচনাগুলি একাদশ শতকে রচিত। ফলে শিবদাস রচিত গদ-পদ্য মিশ্রিত সংস্করণটি দ্বাদশ শতকের পরবর্তী।

গ্রন্থটিতে বর্ণিত কাহিনির সংক্ষিপ্ত রূপ হল—রাজা বিক্রমসেন বা ত্রিবিক্রমসেনকে (কেউ কেউ বিক্রমাদিত্য বলেন) হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত শান্তশীল নামক এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন একটি করে ফল উপহার দিতেন, যার মধ্যে থাকত একটি রত্ন। রত্ন উপহারের কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি রাজাকে তাঁর শবসাধনায় সিদ্ধিলাভে সাহায্য চান। ফলে সন্ন্যাসীর অনুরোধে শ্মশানের কোনো এক বৃক্ষ থেকে শব আনতে গভীর রাত্রে একাকী যান। শ্মশানে স্থিত বৃক্ষ থেকে লম্বমান শবদেহটি আনতে গেলে সেই শবদেহটি মৃত্তিকাস্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে ওঠে। আসলে এই শবদেহকে এক বেতাল আশ্রয় করেছিল। সে রাজাকে বলে যে সে তাঁকে একটি গল্প বলবে এবং একটি প্রশ্ন করবে। রাজা সদুত্তর দিতে পারলে সে যথাস্থানে ফিরে যাবে। অন্যথায় রাজার মৃত্যু ঘটবে। এই শর্তে বেতাল প্রতিদিন একটি গল্প বলে, আর একটি প্রশ্ন করে। বুদ্ধিমান রাজাও প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। এই ভাবে ২৪ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২৫ দিনের প্রশ্নের পর রাজার পাণ্ডিত্য ও বীরত্বে প্রীত হয়ে বেতাল সন্ন্যাসীর ষড়যন্ত্রের কথা রাজার কাছে প্রকাশ করেন এবং বেতালের পরামর্শে রাজা ধৃত সন্ন্যাসীকে হত্যা করে সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। রাজা বিক্রমসেন বা বিক্রমাদিত্য প্রাচীন ভারতীয় গল্পসাহিত্যের প্রায় উপকথার নায়কের মর্যাদা লাভ করেছেন।

বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গী সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময়। বেতালের প্রশ্নগুলি মূলত জনপ্রিয় মজাদার ধাঁধা। কিন্তু কাহিনিগুলি অতি কৌতুহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী। প্রত্যেকটি গল্প অভিনবত্ব, অবাধ



Scanned with CamScanner

কল্পনার বিস্তার, হাস্যরস পরিবেশন, বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্য নৈপুণ্যে অসাধারণ, সেই সঙ্গে লোকসাহিত্যের মৌলিক ছাপ বর্তমান। জনপ্রিয়তার নিরীখে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতে গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

## ◗ সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা

'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' নামক গল্প-সাহিত্যটি বত্রিশটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' বা 'বিক্রমচরিত' বা বিক্রমার্কচরিত (বিক্রমাঙ্কচরিত) নামেও প্রসিদ্ধ। প্রাচীন মূল রচনাটি সম্ভবত লুপ্ত। কিন্তু মূলের অনুসারী বর্ণিত গল্পগুলি অল্পবিস্তর বিভিন্ন সংস্করণে পাওয়া যায়—

(ক) জৈন লেখক ক্ষেমঙ্কর রচিত মহারাষ্ট্রী সংস্করণ,

(খ) বররুচির বঙ্গীয় সংস্করণ যা মহারাষ্ট্রী সংস্করণ অনুসারে রচিত এবং

(গ) অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ সংস্করণগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর তা বলা কঠিন। তবে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ক্ষেমঙ্কর রচিত গদ্যাত্মক জৈন সংস্করণের প্রাপ্তিতে অনুমান করা যায় যে মূল গ্রন্থটি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের রচনা।

গ্রন্থটিতে বর্ণিত কাহিনির সংক্ষিপ্ত রূপ হল—বত্রিশটি পুত্তলিকাযুক্ত সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রের কাছ থেকে উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ইন্দ্রপ্রদত্ত সিংহাসনটি কালক্রমে মৃত্তিকাস্তূপে প্রোথিত হয়। পরবর্তী সময়ে ধারাধিপতি ভোজ বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধ রাজসিংহাসন উদ্ধার করে যখন ওই সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলেন তখন সিংহাসনগাত্রে ক্ষোদিত পুত্তলিকাগুলি (পুতুল) জীবন্ত হয়ে একটি করে বিক্রমাদিত্যের গুণাবলি বর্ণনা করে। বিক্রমাদিত্যের বর্ণিত গুণাবলির বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে ওই সিংহাসনে আরোহণ করলে অমঙ্গল হবে। ফলে ৩২টি পুত্তলিকার মুখে বিক্রমাদিত্যের গুণের বর্ণনা শুনে রাজা ভোজ সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

প্রত্যেকটি গল্পেই বিক্রমাদিত্যের গুণাবলি বর্ণিত। অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় গুণশালী ব্যক্তিত্বই কেবলমাত্র ওই সিংহাসনে আরোহণের অধিকারী—এই মূল তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই গল্পগুলি রচিত হয়। অনেকের মতে, রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনিযুক্ত এই গ্রন্থটির উৎস 'বৃহৎকথা'। গ্রন্থের কাহিনিগুলি অতি মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক। গল্পগুলির সাহিত্যমূল্য নগণ্য, তবুও জনপ্রিয়তার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

## ◗ পুরুষপরীক্ষা

পদাবলি সাহিত্যের পদকর্তা বৈষ্ণবকবি মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি রচিত 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থে ৪৪টি গল্প সংকলিত হয়েছে। বিদ্যাপতি মিথিলারাজ শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক। তিনি গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থরচনার কী উদ্দেশ্য তা বলেছেন। তা থেকে জানা যায় যে তিনি রাজা শিবসিংহের নির্দেশে বালকদের নীতিশিক্ষা ও পুররমণীগণের চিত্তবিনোদনের জন্য মনোজ্ঞ কাহিনি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। পঞ্চতন্ত্রের মতো এই গ্রন্থে একটি মূল গল্পসূত্রে উপদেশমূলক ও লোককাহিনিমূলক নীতি গল্পগুচ্ছকে সংযুক্ত করেছে। গল্পগুলির সবই মনুষ্যচরিত্র অবলম্বনে রচিত।

'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থের মূল বিষয় হল—পারাপর নামক রাজা বিবাহযোগ্যা রূপবতী বিদুষী রাজকুমারী পদ্মাবতীর জন্য পাত্রের সন্ধানে চিন্তান্বিত। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তাঁর কন্যার জন্য পুরুষপাত্র অনুসন্ধান করেন কিনা? অসন্তুষ্ট রাজা প্রকৃত অর্থ না বুঝে বলেন যে এটাই তো স্বাভাবিক। রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণ বললেন —এ জগতে আকারে পুরুষ অনেকেই আছে, কিন্তু প্রকৃত পুরুষের বড়ই অভাব। আর প্রকৃত পাত্র বা পুরুষের গুণাবলি পরীক্ষাই আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। সমাজের নানাস্তরের পুরুষের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। দানশীল, দয়াবান, সত্যব্রতী, যুদ্ধবীর প্রভৃতি গুণাধার পুরুষচরিত্রও যেমন রয়েছে তেমনি চোর, অসাধু, নীচ প্রভৃতি নানা মন্দ-পুরুষের চরিত্রও চিত্রিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

পুরুষপরীক্ষা নানা বর্ণের নানা রসে সমৃদ্ধ গল্প-সাহিত্য। এই গ্রন্থটি গদ্যে রচিত হলেও নীতিকথাগুলি শ্লোকাকারে রয়েছে। গল্পগুলি মনুষ্যচরিত্রে রচিত হওয়ায় মানুষের আকর্ষণীয়তা এখানে সর্বাধিক। গল্পে বর্ণিত কাহিনিগুলি সরল ও সুখপাঠ্য হওয়ায় আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের কাছেই গ্রন্থটি উপাদেয়। কবি কৌতুকময় চটুল হাস্যরসের সহযোগে সমাজের ন্যায়-অন্যায় তথা যথার্থ পুরুষের আচরণবিধি তুলে ধরে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন।

আলোচ্য গল্প-সাহিত্য ব্যতীত অপর গ্রন্থের মধ্যে বল্লাল বা বল্লভ রচিত 'ভোজপ্রবন্ধ' (ষোড়শ শতক), ভরটক রচিত 'ভরট দ্বাত্রিংশিকা' (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ), শিবদাস রচিত 'কথার্নব' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও জৈন কথাসাহিত্যগুলি হল—জৈনাচার্য সিদ্ধর্ষি রচিত 'উপমিতভবপ্রপঞ্চকথা' (আনুমানিক ৯০৬ খ্রিস্টাব্দ), আচার্য হরিষেণ রচিত 'কথাকোশ' বা 'বৃহৎকথাকোশ' (৯৩২ খ্রিস্টাব্দ), আচার্য মেরুতুঙ্গ রচিত 'প্রবন্ধ চিন্তামণি (১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ), রাজশেখরসূরি রচিত 'প্রবন্ধকোশ' বা 'চতুর্বিংশতি-প্রবন্ধ' (১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ) নাগদেব রচিত 'মদন-পরাজয়' ও 'সম্যক্ত্বকৌমুদী' (চতুর্দশ শতকের শেষভাগ), প্রভাচন্দ্র রচিত 'প্রভাকরচরিত' (১২৫০ খ্রিস্টাব্দ), সোমচন্দ্র রচিত 'কথামহোদধি' (১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দ), জগন্নাথ মিশ্র রচিত 'কথাপ্রকাশ' (সপ্তদশ শতক) প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner